বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার

(শেষ পাতার পর)

জন্য ৩৬ লট ব্রেইল বই ছাপানো হবে। মাধ্যমিক ও ইবতেদায়ির ওসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে মোট এক হাজার ২৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আগামী শিক্ষাবর্ষে ছাপানো হবে ৮ কোটি ৫১ লাখ ৫৫ হাজার ১৭৮ কপি পাঠ্যবই। তার মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের বইয়ের সংখ্যা ৫৭ লাখ ৩০ হাজার ৬৪০ কপি। আর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ৭ কোটি ৯৪ লাখ ২৪ হাজার ৫৩৮ কপি বই ছাপানো হবে। ওসব বই ছাপানোর জন্য মোট ১৪০ লটে দরপত্র আহ্বান করা হবে। তার মধ্যে ১১০ লট প্রাথমিকের ও ৩০ লট হবে প্রাক-প্রাথমিকের বই। ওসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে সরকারের ৪৬০ কোটি টাকা খরচ হবে। অতীতের সব ব্যর্থতা কাটিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে আসন্ন বছরের প্রথম দিনই বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দিতে চায় এনসিটিবি।

এদিকে এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক আবু নাসের টুকু জানান, এনসিটিবি এবার ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপানোর কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি ডিসেম্বরের মধ্যেই সব উপজেলা শিক্ষা অফিসে পৌঁছে দেয়া হবে বই। আর সেখান থেকে স্কুলে বই পাঠানো হবে। যাতে ১ জানুয়ারি সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়া সম্ভব হয়। ওই লক্ষ্য সামনে রেখেই এনসিটিবি কাজ করছে। জুনে দরপত্র আহ্বান করা হবে আর আগস্টে শুরু হবে বই ছাপার চুক্তি। ছাপাখানা মালিকরা চুক্তির পর হয়তো দুই মাসের মতো সময় পাবে। সেক্ষেত্রে নভেম্বরের মধ্যেই সব বই ডেলিভারি দিতে হবে। এনসিটিবি ওই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে।

স্পেনের বিনিয়োগকারীদের

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য একটি স্থিতিশীল ও সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৈঠকে বাংলাদেশ ও স্পেনের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার ও বহুমাত্রিক করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন, কৃষি, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্পেনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ এবং কৌশলগত অবস্থানের প্রশংসা করেন। তিনি উৎপাদন শিল্প, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে স্পেনের বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বৈঠকে দুই দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদারের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ ও স্পেনের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান ধারা উল্লেখ করে, স্পেনের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য স্বাগত জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ-স্পেন সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার আশাবাদও ব্যক্ত করা হয়।

বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র

(শেষ পাতার পর)

লালদিয়ারচর, হরিণঘাটা, সদর উপজেলার গোড়াপদ্মা, মোহনা পর্যটনকেন্দ্র, লীলাবতী, বেতাগী উপজেলার ঐতিহাসিক বিবিচিনি শাহী মসজিদ ও পাখিরচর যে কোন পর্যটককে বিমোহিত করবে। পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় একটি জেলা বরগুনা। অথচ এ জেলার উন্নয়নে নেই কোন উদ্যোগ, নেই কোন উদ্যোক্তা। সরকারি বেসরকারি কোন পদক্ষেপও ছিলো না কোথাও।

এমনই এক সময়ে শত প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথমবারের মত বরগুনায় প্রকৃতিভিত্তিক সুরঞ্জনা ইকো টুরিজম এন্ড রিসোর্ট নামে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার সাহসী উদ্যোগ নেন বরগুনার লেখক, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তা সোহেল হাফিজ।

স্থানীয় পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে শুরু থেকেই প্রকৃতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী এ রিসোর্টটিকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে বরগুনা জেলা প্রশাসন। পাশপাশি এ রিসোর্টটির উন্নয়নে এগিয়ে আসেন স্থানীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতবৃন্দ।

বরগুনা শহর হতে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সুরঞ্জনা ইকো-ট্যুরিজম এন্ড রিসোর্টটি। বরগুনার খাকদোন ও বিষখালী নদীর কোল ঘেষে গড়ে ওঠা এ পর্যটন কেন্দ্রটি সদর উপজেলার ৭ নং ঢলুয়া ইউনিয়নের বড়ইতলা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকার মনোরম পরিবেশে বেষ্টিত।

গোল পাতা, নলখাগড়া, হোগলা পাতা এবং কাশবন দিয়ে সুরঞ্জনাকে সাজানো হয়েছে। সুরঞ্জনার পাশে কাঠ বাদাম, কদম, ডেউয়া, বৈলামসহ বিলুপ্ত প্রায় ৫০ প্রজাতির দেশীয় বৃক্ষ রোপন করে নির্মাণ করা হয়েছে আরেকটি উপবন। লাল, নীল, শাদাসহ হরেক রঙের পদ্ম এবং শাপলা ফুল ও চারিদিকে শিমুল গাছ রোপণ করে তৈরি করা হয়েছে নীল পদ্মের শিমুল পুকুর। আরেকটি পুকুরের চারিধারে বকুল গাছ রোপণ করে নাম দেয়া হয়েছে বকুল পুকুর।

এছাড়া সরকারি হর্টি কালচারের সহযোগিতায় পাখিদের জন্যে রোপণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ বৃক্ষ। জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এসব পুকুরে মাছের সাথে আছে মুক্তোর চাষ। প্রজাপতি আর জোনাকীদের জন্যেও তৈরি করা হয়েছে অনুকূল প্রতিবেশ।

সুরঞ্জনায় শুধুমাত্র পাখিদের খাদ্য সংস্থানের জন্য সহস্রাধিক বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় ফলজ বৃক্ষের বাগান করা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া বাবুই পাখির সন্ধানে সুরঞ্জনায় রোপণ করা হয়েছে শতাধিক তালগাছ ও শতাধিক খেজুর গাছ। এছাড়া নানা প্রজাতির শতাধিক পেঁপে ও কলা গাছও লাগানো হয়েছে শুধুমাত্র পাখির খাবার জন্যে। সুরঞ্জনায় পিকনিক কিংবা আনন্দ ভ্রমণের জন্যে রয়েছে খোলা মাঠসহ একাধিক নান্দনিক মঞ্চ। যে কোন কর্মশালা, সভা এবং সেমিনারের জন্যে সুরঞ্জনায় রয়েছে আধুনিক মিলনায়তন ও আবাসিক সুবিধা।

সুরঞ্জনায় এসি, নন এসি, কাপল, সিঙ্গেল, ডাবল এবং ফ্যামিলি বেডের ১১টি কটেজ রয়েছে। এছাড়াও যে কোন গ্রুপ ট্যুরের জন্যে রয়েছে স্বল্প খরচে ডরমেটরি সুবিধা।

এ বিষয়ে জেলা পর্যটন উদ্দোক্তা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি ও সুরঞ্জনা ইকো-ট্যুরিজম এন্ড রিসোর্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাংবাদিক সোহেল হাফিজ বলেন, বরগুনায় সাধারণ মানুষের জন্য বিনোদনের জন্য তেমন কোন পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্র নেই। উদ্যোক্তার অভাবে এখানে পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠেনি। তাই আমি সুরঞ্জনা ইকো টুরিজম এন্ড রিসোর্ট নামে এ পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেই।

তিনি বলেন, প্রতিদিন দর্শনার্থীরা এখানে আসছেন। দেশের প্রতিটি জেলায় পাখিদের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে অভয় আশ্রম করা প্রয়োজন।

পর্যটক আবদুল্লাহ আল নাইম বলেন, সুরঞ্জনার চারপাশে যে গাছপালা রয়েছে, তা প্রকৃতির এক অভয়ারণ্য। শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে এখানে যেসব পর্যটকরা ঘুরতে আসেন, তারা এই সুন্দর পরিবেশ দেখলে তাদের এমনিতেই ভালো লাগে। এখানে যে ফল গাছগুলো রয়েছে পাখিরা সেগুলো খাচ্ছে। পাখির কিচির মিচির শব্দে পর্যটকরা মুগ্ধ হয়ে যায়।

পর্যটক সালেহ মাহমুদ সুমন বলেন, এখানে এলে প্রকৃতির প্রকৃত রূপকে অবলোকন করা যায়। পাখির শব্দে আলাদা এক অনুভূতি হয় ।

বরগুনা নলি-মনসাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শারমিন আক্তার বলেন, বরগুনা শহরের খুব কাছে সুরঞ্জনা ইকো ট্যুরিজম এন্ড রিসোর্টটি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে। এখানে এলে প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে উপভোগ করা যায়।

বরগুনার পর্যটন উদ্যোক্তা ও পরিবেশকর্মী আরিফুর রহমান বলেন, প্রকৃতি যেন দুই হাত ভরে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে বরগুনার বুকে। নদী, সাগর, চর আর সবুজের অপার মেলবন্ধনে গড়া এ জনপদ যে কোনো সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষকে মুহূর্তেই মুগ্ধ করে। লালদিয়া চর, নিদ্রার চর, শুভসন্ধ্যা সমুদ্রসৈকত, হরিণঘাটা, রুহিতার চর প্রতিটি স্থান যেন প্রকৃতির আঁকা জীবন্ত একেকটি ক্যানভাস। নদীর বুকে সূর্যাস্তের রঙ, সাগরের ঢেউয়ের গর্জন আর নির্জন চরাঞ্চলের শান্ত সৌন্দর্য ভ্রমণপিপাসুদের কাছে এক স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দেয়।

তিনি বলেন, যথাযথ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হলে খুব সহজেই দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় ও আদর্শ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হতে পারে।

এ বিষয়ে বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ আজিজ বাসস'কে বলেন, সুরঞ্জনা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং একটা চমৎকার ইকো ট্যুরিজম সেন্টার।

তিনি বলেন, এর বাইরেও সরকারি উদ্যোগে আমরা বন বিভাগ থেকে যদি অনাপত্তি পাওয়া যায়, তাহলে গোড়াপদ্মাকে নিয়ে আরো কাজ করতে চাই। এটিকে সুন্দর একটি পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। সমুদ্রের ওখানে যদি গোসল করার জন্য ট্রেইল ও বসার যায়গা তৈরি করে দিতে পারি এবং বন বিভাগের সাথে কাজ করতে পারি তাহলে সব কিছুই করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে আমার বিষদ পরিকল্পনা আছে।

উন্নয়ন প্রকল্পে কোনো

(শেষ পাতার পর)

বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, জনগণের অর্থ জনগণের কল্যাণে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকারের চলমান কার্যক্রম আরও গতিশীল করা হবে এবং এ ধরনের উন্নয়ন উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সভায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ইস্কাটনের নিজস্ব জমিতে একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভবনটি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ, সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সংরক্ষণের উপযোগী করে নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভবনটির জন্য একটি নান্দনিক, কার্যকর, ব্যয়-সাশ্রয়ী ও যুগোপযোগী নকশা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন। এ লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশি শ্রমিকদের আইনি

(শেষ পাতার পর)

খ) বিশেষজ্ঞ ভিসায় নিয়োগপ্রাপ্ত যেমন অনুবাদক, গাড়ি চালক, মেকানিক, আইটি স্পেশালিস্ট, ইলেকট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি
গ) যারা বিচারাধীন বা সাজা ভোগ করছেন
এ ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশটিতে থাকা বিদেশি শ্রমিকদের আইনি অবস্থান পরিবর্তন ও বৈধকরণ এবং বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন এ সহায়তা করা।
৩/ যারা স্থায়ীভাবে দেশে চলে যেতে চান
ক) সব ধরনের জরিমানা মাফ: যেসব বাংলাদেশি কর্মী স্থায়ীভাবে/চিরদিনের জন্য জর্ডান ছেড়ে চলে যেতে চান, সাধারণ অবস্থায় তাদের জন্য প্রযোজ্য হওয়া সব ধরনের জরিমানা মাফ করা হবে। অর্থাৎ তাদের অতীতের যেকোনো গারামা/জরিমানা মাফ করা হবে।
খ) সোশ্যাল সিকিউরিটি তহবিল: স্থায়ীভাবে/চিরদিনের জন্য জর্ডান ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক প্রবাসীরা ভ্রমণের আগে মাত্র ১০ জর্ডান দিনার প্রক্রিয়াকরণ ফি দিয়ে তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারবেন।
বৈধ পাসপোর্ট বা ট্রাভেল পাস/ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে টিকিট কেটে সরাসরি দেশে চলে যেতে পারবেন।
৪/ যারা জর্ডানে থেকে যেতে চান, কাজ করতে চান
এ ঘোষণার মাধ্যমে জর্ডানে অবৈধভাবে অবস্থানরতদের বৈধতা অর্জন করে জর্ডানে থাকার ও কাজ করার জন্য শর্তসাপেক্ষে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শর্তগুলো হলো-
(ক) পূর্ববর্তী বছরের ওয়ার্ক পারমিট/তাসরিয়াহ ফি-এর ওপর ৫০ শতাংশ ছাড়: যদি বিগত বছরগুলোতে কোনও কর্মী তাসরিয়াহ নবায়ন না করে থাকেন, তবে তাকে পূর্ববর্তী প্রতিবছরের নির্ধারিত ফি এর মাত্র অর্ধেক (৫০%) এবং পরবর্তী / চলতি বছরের সম্পূর্ণ ফি প্রদান করতে হবে।
খ) তাসরিয়াহ বা আকামা নবায়ন করতে দেরি হলে যে বার্ষিক জরিমানা দিতে হয় তা ১০০ ভাগ মওকুফ করা হয়েছে।
গ) বিদেশি নাগরিকদের মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থানের/ রেসিডেন্সির/ আকামার গারামার বিলম্ব ফি ১০০ ভাগ মওকুফ করা হয়েছে।
তাসরিয়া করার জন্য ওজারাতুল আমাল এ যোগাযোগ করতে হবে। তাসরিয়া হয়ে গেলে নিকটস্থ মারকাজ শুরতা/মারকাজুল আমালে গিয়ে আকামা করাতে হবে।
৫/ গৃহকর্মীদের জন্য নিয়মাবলী
এ ঘোষণার মাধ্যমে এ দেশে কর্মরত গৃহকর্মীদের বৈধতা অর্জন/আকামা পাওয়া এবং কর্মস্থল/কফিল বদলানোর সুযোগ শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হয়েছে- যা হলো
ক) কমপক্ষে দুই বছর আগে যাদের আকামা ও তাসরিয়াহর মেয়াদ শেষ হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তার অনুমোদন ছাড়াই নতুন নিয়োগকর্তার অধীনে অন্য যেকোনও কাজে যোগদান করতে পারবেন।
খ) এ জন্য প্রযোজ্য জরিমানা/গারামা ও অন্য শর্তাবলী ওপরের বিধানাবলী ০২ (যারা জর্ডানে অবস্থান করে কাজ করতে চান) এ দেওয়া হয়েছে।
৬/ সেক্টর/কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তনের স্বাধীনতা:
উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে এ দেশে কর্মরতদের কর্মস্থল ও পেশা/কাজের ধরণ বদলের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।
ক) আগ্রহী শ্রমিকরা এ আদেশের ফলে কোনও বাধা ছাড়া এক কাজ থেকে অন্য কাজে যেতে পারবেন (যেমন গার্মেন্টস থেকে গৃহকর্মী বা গৃহকর্মী থেকে কৃষিকর্মী)।
খ) এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়ে নতুন কাজের অনুমতি নিতে পারবেন
গ) ফ্রি ওয়ার্ক পারমিট (ফ্রিল্যান্স) পেতে পারবেন অর্থাৎ যেকোনও কাজ করতে পারবেন।
ঘ) উন্নয়ন, মাদীনা সানাইয়া (বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল) বা ফ্রি জোনের মধ্যে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল সেক্টরের যে সব কর্মীর ওয়ার্ক পারমিটের/তাসরিয়াহর মেয়াদ ২ বছরের বেশি সময় আগে শেষ হয়ে গেছে, তারা পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তার অনুমোদন ছাড়াই অন্যত্র নতুন নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করতে পারবেন।
৭/ ভিজিট ভিসাকে ওয়ার্ক ভিসায় বদল:
যেসব ব্যক্তি ভিজিট ভিসায় (পর্যটক, পারিবারিক ইত্যাদি) জর্ডানে এসেছেন, তারা এখন প্রথমবারের মতো ওয়ার্ক পারমিট/তাসরিয়াহ/আকামার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ জন্য তাদের আর জর্ডান ত্যাগ করার দরকার নাই।
৮/ যারা স্থায়ীভাবে দেশে চলে যেতে চান তাদের জন্য করণীয়:
ক) আপনার বৈধ বা মেয়াদ থাকা পাসপোর্টটি হাতের কাছে রাখা
খ) বৈধ পাসপোর্ট না থাকলে দূতাবাসে নতুন পাসপোর্ট এর আবেদন করা
গ) পাসপোর্ট না থাকলে দূতাবাস থেকে ট্রাভেল পাস/ট্রাভেল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা
ঘ) ট্রাভেল পাস/ট্রাভেল ডকুমেন্ট পাওয়ার জন্য মেশিন রিডঅ্যাবল পাসপোর্ট/ই-পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/ডিজিটাল অনলাইন জন্মসনদ (মূল কপি, মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও চলবে) আবেদন করতে হবে
ঙ) ট্রাভেল পাস/ট্রাভেল ডকুমেন্ট পাওয়ার জন্য অবশ্যই হারানো পাসপোর্টের জন্য সাধারণ ডায়েরি/ জিডি করে এর কপি ও পাসপোর্টের কপি জমা দিতে হবে
চ) আবেদনের সঙ্গে তিন কপি ছবি দিতে হবে। আবেদন ফি ৩০,০০০ জর্ডান দিনার মাত্র
৯/ মামলা থাকা/না থাকা যাচাই করা:
কারও নামে মামলা আছে কি না তা সরাসরি নিকটস্থ থানায় গিয়ে বা ১১৭১১১ নম্বরে ফোন করে যাচাই করা যাবে। এ জন্য আপনার পাসপোর্টের ওপরে স্টিকারে লেখা ১০ অঙ্কের নম্বরটি লাগবে। দূতাবাস জানায়, দালাল বা প্রতারণা থেকে বাঁচুন, কারও সঙ্গে অবৈধ লেনদেন করবেন না। প্রয়োজনে দূতাবাসের সাহায্য নিন।

করের হার না বাড়িয়ে রাজস্ব

(শেষ পাতার পর)

আসছে সেটা মোকাবিলা করতে পারি। কারণ কোভিডের বিষয়ে আপনি জানতেন না। মধ্যপ্রাচ্যের যে সংকট তাও আপনারা জানতেন না। বাংলাদেশের যে সাপ্লাই চেইন ডিস্রাপশন হতে পারে বা অনিশ্চয়তাকারী পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যে নিজস্ব দেশোপযোগী কায়দায় আমরা এটা করছি। কেন করছি কারণ আমাদের জনগণ আমাদেরকে আস্থায় রেখেছে। আমাদের প্রত্যেকটা কৌশল হচ্ছে দেশোপযোগী।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা আরো বলেন, জ্বালানির ক্ষেত্রে যদি আমাদের চিন্তার কথা বলি তাহলে আমরা যে সংস্কার করেছি সেটার মধ্যে পাঁচটা অংশ আছে। প্রথম অংশ হচ্ছে- ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করতে হবে। যার ফলে আমাদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য এবং আণবিক খাতে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে- জ্বালানিকে এফোরডেবল করা হবে। কিভাবে আমরা মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে জ্বালানি রাখতে পারি। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় চিন্তা। এ নিয়ে অনেকগুলো কাজ হচ্ছে আপনারা ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন।

তিনি আরো বলেন, তৃতীয় হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রতিটি কারখানায় এক এক ধরনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন কোন কারখানায় গ্যাস না থাকলে সেখানে উৎপাদন হবে না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে অতীতে কোন রকমের গ্যাস উত্তোলন অনুসন্ধান কিছুই করা হয়নি। আমরা গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলন দেশের ভেতরে এবং সমুদ্রে ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করছি। চার হচ্ছে, আমরা যদি সৌর বিদ্যুতের দিকে যেতে চাই বা নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের দিকে যেতে চাই তাহলে এইখানেই উৎপাদনটা করতে হবে। সে জন্য আমরা নানা ধরনের উদ্যোগ এই বাজেটেই নিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফের সঞ্চালনায় সম্মানিয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‌্যাপিড) এর চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক।

প্যানেল আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের উপাচার্য ড. রুবানা হক, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কারস সলিডারিটির সভাপতি তাসলিমা আখতার।

স্বৈরাচারের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে

(শেষ পাতার পর)

জিয়াউর রহমান শিশু হাসপাতালের বহিঃ ও অন্তঃবিভাগের কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছর ধরে বগুড়া রাজনৈতিক বৈষম্য ও উন্নয়ন বঞ্চনার শিকার ছিল। বর্তমান সরকার জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে কাজ শুরু করতেই একটি মহল নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তবে এসব ষড়যন্ত্র কোনোভাবেই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থামাতে পারবে না। মীর শাহে আলম জানান, শহীদ জিয়াউর রহমান শিশু হাসপাতালের পরিকল্পিত ছয়তলা ভবনকে আটতলায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের পাশের বহুতল ভবন অধিগ্রহণ করে হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণে যুক্ত করার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। আয়োজকরা জানান, দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে হৃদরোগ বিষয়ে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে হৃদরোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ

(শেষ পাতার পর)

দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি। এজন্য বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের নতুন করে এই তারিখ দেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনিকে হত্যা করা হয়। পরে নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামিরা হলেন– রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, কামরুল ইসলাম ওরফে অরুণ, আবু সাঈদ, সাগর-রুনির বাড়ির ২ নিরাপত্তারক্ষী পলাশ রুদ্র পাল ও এনায়েত আহমেদ এবং তাদের 'বন্ধু' তানভীর রহমান খান। এদের মধ্যে তানভীর ও পলাশ জামিনে রয়েছে। বাকিরা কারাগারে আটক রয়েছেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া করা বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনি। ঘটনার সময় বাসায় ছিল তাদের সাড়ে চার বছরের ছেলে শিশু মাহির সরওয়ার মেঘ। সাগর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা টিভিতে আর রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন। নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন রুনির ভাই নওশের আলম। প্রথমে মামলাটি তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে র‌্যাব পায় তদন্তের দায়িত্ব। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব র‌্যাব থেকে সরিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্সের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এক আদেশে বলেন, সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত এখন থেকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স করবে, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত হবে। গত ২৩ অক্টোবর সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে উচ্চ আদালতের নির্দেশে টাস্কফোর্স গঠন করে সরকার। চার সদস্যের এই টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক হন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রধান।

গণমাধ্যম সংস্কার প্রক্রিয়ায়

(শেষ পাতার পর)

উন্মুক্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমরা সবাই যদি আলোচনার মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের পথ চলার মূল বিন্দুটি খুঁজে বের করতে পারি, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমের মহান ও স্বাধীন উদ্দেশ্যকে সফলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কেবল একজন 'সহায়ক' এবং 'সমন্বয়কারী'র দায়িত্ব পালন করবে।'

বর্তমান সরকারের গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার নির্বাচনে যাওয়ার আগেই দেশের জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল– রাষ্ট্রকে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার। এজন্য রাষ্ট্রের কাঠামোগত যেসব জায়গায় মেরামত বা সংস্কার করা দরকার, সকলকে সাথে নিয়ে সেসব জায়গায় সরকার মেরামত করবে।' তিনি বলেন, 'সংস্কারের এইতালিকাভুক্ত খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গণমাধ্যম। সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।'

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্যে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ও সংগ্রামের পর দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গণতন্ত্রকে কীভাবে সমুন্নত রাখা যায় এবং সরকারের এই উন্নয়ন যাত্রায় গণমাধ্যম কীভাবে সহযাত্রী ও সহযোগী হতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রয়োজন। গণমাধ্যমের অগ্রযাত্রায় সরকার ও গণমাধ্যমকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশনকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়ে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, 'আমরা এমন একটি গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে চাই যা অত্যন্ত শক্তিশালী হবে এবং যেখানে জবাবদিহিতা থাকবে। এই কমিশনকে কীভাবে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক করা যায়, সে বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ অত্যন্ত জরুরি।'

মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানার সঞ্চালনায় কর্মশালায় ন্যাশনাল এডিটরস কাউন্সিল, সম্পাদক পরিষদ, জাতীয় নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব), টেলিভিশন এডিটরস কাউন্সিল, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো), ন্যাশনাল মিডিয়া ওয়াচ কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি), ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টসহ বিভিন্ন টেলিভিশন মালিক, সম্পাদকবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং দেশের শীর্ষ গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

তথ্যমন্ত্রীর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের পর কর্মশালার মূল অধিবেশনে উপদেষ্টার উপস্থাপিত রূপরেখার ওপর ভিত্তি করে উপস্থিত গণমাধ্যম নেতৃবৃন্দ, সম্পাদক ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠনের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে স্ব-স্ব মতামত, ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের খসড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরেন।

সবার মতামত নিয়ে জাতীয়

(শেষ পাতার পর)

একটি অভিজাত হোটেলে 'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনের রূপরেখা প্রণয়ন' শীর্ষক এক কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকার 'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন' গঠন করতে চাচ্ছে। তবে এই কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে চাপিয়ে দেবে না। সবার পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য রূপরেখা তৈরি করা হবে।

গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, সরকারের কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই গণমাধ্যম ধরিয়ে দেবে। তবে এর পাশাপাশি সরকারের ভালো ও জনকল্যাণমূলক কাজগুলোও গণমাধ্যমে সমানভাবে আসা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ (কি-নোট) উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান।

কর্মশালায় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও

(শেষ পাতার পর)

ভবিষ্যতে দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আরও বেশি মেধা বিনিময়ের লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে। চলমান 'নলেজ করিডর' প্রকল্প সামনের দিনগুলোতে আরও সংহত করার ব্যাপারেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

সংসদীয় পর্যায়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে একটি সংসদীয় গ্রুপ গঠনের আহ্বান জানান পাকিস্তানের হাইকমিশনার।

আলোচনার একপর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য বিরোধীদলীয় নেতা হাইকমিশনারের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতার পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাসেম আরমান এবং পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আলী আহমাদ মাবরুর উপস্থিত ছিলেন।

পরীমনিকাণ্ডে এডিসি

(শেষ পাতার পর)

হয়, সাবেক ডিবি কর্মকর্তা ও বর্তমান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. গোলাম সাকলায়েন-এর বিরুদ্ধে চিত্রনায়িকা পরীমনি-র সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত ও নৈতিকতাবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে বিভাগীয় তদন্ত পরিচালিত হয়। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ"-এর দায় সাব্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের ভিত্তিতে তাকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান

(শেষ পাতার পর)

নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনের এই সংসদ সদস্যের জন্ম ১৯৮১ সালে, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ১০ বছর পর। এছাড়া তার বাবা আব্দুল কাদের সৈয়দী এবং মা মোসলমান বেগম দুজনেই বর্তমানে জীবিত আছেন। তবে হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তার বয়স ছিল ৪৪ বছর ১১ মাস ২০ দিন। ১৯৮১ সালের ১০ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া একজন ব্যক্তির পক্ষে শহীদের সন্তান হওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ দেশজুড়ে হাস্যরস ও সমালোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আব্দুল মুনতাকিমের বাবা আব্দুল কাদের সৈয়দী এবং মা মোসলমান বেগম এখনো বেঁচে আছেন এবং তারা সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নের ধলাগাছ গ্রামে ছেলের সঙ্গেই বসবাস করেন। রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার আগে তিনি সৈয়দপুর আল ফারুক একাডেমিতে শিক্ষকতা করতেন। অবশ্য পরে সংসদ সদস্য আব্দুল মুনতাকিম তার ভুল স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সংসদে বক্তব্য দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ভুল তথ্য ও শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। তিনি আরও জানান, সংসদের রেকর্ড থেকে এই ভুল তথ্য সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

এদিকে, সংসদ সদস্যের সহকর্মী ও সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টিকে 'স্লিপ অব টাং' বা মুখ ফসকে হওয়া ভুল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, সংসদ সদস্য নির্বাচনী এলাকায় ফিরে সংবাদকর্মীদের সামনে এ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবেন। আব্দুল মুনতাকিম ছোটবেলায় হাফেজ হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় দাঁড়িয়ে নিজের পরিবার সম্পর্কে এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ায় তার দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সচেতন মহল। তার বক্তব্য সামনে আসার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

তখন প্রশ্ন ওঠে ১৯৮১ সালে জন্ম নেওয়া এ সংসদ সদস্যের বাবা 'যুদ্ধশহীদ' হন কীভাবে। এ নিয়ে বিতর্ক ওঠার পর মঙ্গলবার রাতে এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুনতাকিম বলেন, আমার বাবা এখনও আছেন। আমার দাদা যুদ্ধ শহীদ। তিনি আমার বাবার চাচা। আমি বোঝাতে চেয়েছি আমার বাবা-দাদাদের মধ্যে যুদ্ধে শহীদ আছেন। আমি আক্ষরিকভাবে আমার বাবা যুদ্ধে শহীদ তা বোঝাইনি।

হজ শেষে দেশে ফিরেছেন

(শেষ পাতার পর)

অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৪৫টি ফ্লাইটের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চার হাজার ৩১৯ জন এবং বেসরকারি ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় ৫৪ হাজার ৩২০ হাজি দেশে ফিরেছেন। এবার হজ পালন করতে গিয়ে ৩৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন নারীসহ মোট ৫২ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে মক্কায় ৩৭ জন, মদিনায় ১৪ জন এবং জেদ্দায় একজন মারা গেছেন।

হজ বুলেটিন অনুযায়ী, সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৪১৫ জন বাংলাদেশি হাজি চিকিৎসা নিয়েছেন এবং ১৬ জন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সৌদি আরবের মেডিকেল সেন্টারগুলো ৬৫ হাজার ৮৮৮ জনকে এবং আইটি হেল্প ডেস্ক, মক্কা ও মদিনায় ২৮ হাজার ১৬৭ জন হাজিকে সেবা প্রদান করেছে। এর আগে গত ১৭ এপ্রিল রাত ১১টা ৫৭ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৪১৮ জন হজযাত্রী নিয়ে প্রথম হজ ফ্লাইট (বিজি৩০০১) জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। ২১ মে প্রাক হজ ফ্লাইট সম্পন্ন হয়। চলতি বছরের ২৬ মে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। হজ শেষে ৩০ মে থেকে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হয়, যা আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

হাঁটু ব্যথা কি ও

(শেষ পাতার পর)

যেকোন ধরনের হাড় ভাংগা.লিগামেন্ট ইনজুরি. মেরুদণ্ডের ব্যথা.মেরুদণ্ডের হার ভাংগা.হাত-পা বাকা.দূর্ঘটনা জনিত যেকোনো আঘাত.হাড়ের টিউমার. হাটুর ব্যথার চিকিৎসা করা হয়।

লেখক : ডা. মেহেদী হাসান, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক,
ঢাকা চেম্বার: বিডিএম হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার
৫/১৭ হুমায়ূন রোড, ১/বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

অবৈধ স্থাপনা-দখলদারদের

(শেষ পাতার পর)

জবাবদিহিমূলক, গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করাই তার প্রধান লক্ষ্য। চট্টগ্রামকে একটি নান্দনিক, পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য নগরীতে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সিডিএ'র চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

এদিন সকালে সিডিএ চেয়ারম্যান প্রবর্তক মোড়, হিজড়া খাল, কাপাসগোলা খাল, চাক্তাই খালসহ জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন খাল পরিদর্শন করেন। পরে কালুরঘাট-চাক্তাই সংযোগ সড়ক এবং শহীদ ওয়াসিম আকরাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শন শেষে সিডিএ চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হয়েছে। বহুতল ভবন, অবৈধ দখল এবং নানা প্রতিবন্ধকতা দূর করে সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ সফলভাবে এগিয়ে নিয়েছে। নগরের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে।

তিনি জানান, প্রকল্পের আওতাধীন ৩৬টি খালের মধ্যে ৩০টির কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি পাঁচটি খালের কাজও প্রায় ৬৮ শতাংশ শেষ হয়েছে এবং চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই পুরো প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে।

প্রকল্পের সুফল ধরে রাখতে নগরবাসীকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন বলেন, খাল-নালায় বর্জ্য ফেলা বন্ধ না হলে কোনো প্রকল্পই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হবে না। নগরবাসীর সহযোগিতা ছাড়া শতভাগ সুফল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শহীদ ওয়াসিম আকরাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক ব্যবহারকারী নিয়মিত টোল পরিশোধ না করেই সড়কটি ব্যবহার করছেন। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কালুরঘাট-চাক্তাই সংযোগ সড়ক প্রসঙ্গে সিডিএ চেয়ারম্যান বলেন, সড়কটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বিশেষ করে বোয়ালখালী ও আশপাশের এলাকার মানুষ যানজট এড়িয়ে দ্রুত নগরে যাতায়াত করতে পারছেন।

এ সময় জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহসীনুল হক, সিডিএ'র প্রধান প্রকৌশলী আহমেদ আনোয়ারুল নজরুলসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ছয়টি বন্ধ চিনিকল চালুর দাবিতে

(শেষ পাতার পর)

পালন করা হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা এসব দাবি তুলে ধরেন। তারা বলেন, সরকার আগে বন্ধ চিনিকলগুলো চালুর সিদ্ধান্ত নিলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সংগঠনের সদস্য আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন লিখিত বক্তব্যে বলেন, ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্ধ চিনিকলগুলো পুনরায় চালুর জন্য দ্রুত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের জমি ও সম্পদ কোনোভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা যাবে না। তিনি আরও জানান, সরকারের পক্ষ থেকে এক মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না এলে আগামী ১০ আগস্ট 'মার্চ টু পিএমও' কর্মসূচি পালন করে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল রক্ষা সংগ্রাম জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য শামীম ইমাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মানস নন্দী, শ্রমিক নেতা জহুরুল ইসলাম এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম লালাসহ বিভিন্ন শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা। নেতারা বলেন, শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, পাবনা, কুষ্টিয়া ও রংপুর চিনিকল চালুর সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি কারখানাগুলোর আধুনিকায়ন, আখচাষিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার দাবি জানান তারা।

মহাখালীতে আ.লীগের ঝটিকা

(শেষ পাতার পর)

প্রতিরোধযোগ্য হাম রোগে নিষ্পাপ সম্ভাবনাময় শিশুদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ইউনূস-নূরজাহানদের বিচার এবং মৃত শিশুদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান নেয়াওর চেষ্টা করে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, সকালে তিন-চারটা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গ সংগঠনের লোকজন এটি ঘটিয়েছে। যারা ঘটিয়েছে তাদের থেকে তিন জনকে আটক করা হয়েছে। ডিএমপির তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) আব্দুল্লাহ আল ইমরান জানান, আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কোনও কর্মসূচির তথ্য আমাদের কাছে ছিল না। ব্যানারেও একটু ডিফারেন্ট শব্দ লেখা। আমরা তদন্ত করছি।

শিক্ষা উন্নয়নে পঞ্চগড়ে দুই কলেজে কোটি টাকার ভবন নির্মাণ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন নওশাদ জমির

ইকবাল বাহার, পঞ্চগড় : পঞ্চগড় সদর উপজেলার ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার ইনস্টিটিউট (ডিগ্রি) কলেজ এবং শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজে ৪ তলা ভিতবিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) পৃথক আয়োজনে ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পঞ্চগড়-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নওশাদ জমির।

জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পঞ্চগড়ের তত্ত্বাবধানে "অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (৭০১৬ মাউশি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবন দুটি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ৪ তলা ভিতবিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের পাশাপাশি পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিকরণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার ইনস্টিটিউট (ডিগ্রি) কলেজের ভবন নির্মাণকাজের কার্যাদেশ দেওয়া হয় গত ১০ মে এবং শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজের কার্যাদেশ দেওয়া হয় ২২ এপ্রিল ২০২৬। উভয় প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের নির্ধারিত সময় ৩৬৫ দিন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার ইনস্টিটিউট (ডিগ্রি) কলেজের প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৮ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং অনুমোদিত মূল্য প্রায় ১ কোটি ২৬ লাখ ৩০ হাজার ৪৯৯ টাকা। নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করছে দেবীগঞ্জ উপজেলার বোডিংপাড়াস্থ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাহিন ট্রেডার্স। অন্যদিকে শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজের প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৮ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং অনুমোদিত মূল্য ১ কোটি ২৬ লাখ ১৫ হাজার ৪৬০ টাকা। নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করছেন সদর উপজেলার বানিয়াপাড়ার ঠিকাদার মো. আবুল কাশেম রুমেল। এরপর একই দিনে উত্তর দর্জিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ফুটকিবাড়ী মোড়ুমাগুরা প্রধানপাড়া সড়ক পাকাকরণ কাজেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নওশাদ জমির।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক ও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে। একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে এসব ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা সুলতানা, পঞ্চগড় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহিরুল ইসলাম কাচ্চু, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এম. এ. মজিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আদম সুফি, মির্জা নাজমুল ইসলাম কাজলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দৌলতপুরে মামলাবাজ ও ভূমি দখলসহ সুমনের নামে বিভিন্ন অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিবারের তদন্ত করে গ্রেফতারের দাবি এলাকাবাসীর

দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি: মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার সদর চকমিরপুর ইউনিয়নের চকহরিচরণ গ্রামের বহুল বিতর্কিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত শাকির হোসেন সুমন। রাজনৈতিক ছত্রছায়া বদলে আবারও সরকারি জমি, আত্মীয়-স্বজনের জমি দখলসহ মামলা দিয়ে হয়রানি সহ অপকর্মে লিপ্ত তিনি। তার এসকল অপকর্মের বিচার চান সাধারণ জনগণ।

বিগত সরকারের আমলে দাপট দেখিয়ে জমি দখল করার পর প্রশাসন তা উচ্ছেদ করলেও, ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ফলে জনমনে তীব্র ক্ষোভের পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে কে এই সুমন? আর কার ইশারাতেই বা তিনি একের পর এক এই অপকর্ম করার সাহস পাচ্ছেন? অনুসন্ধানে জানা গেছে, চকহরিচরণ গ্রামের আব্দুর রহমান রহমের ছেলে শাকির হোসেন সুমন বিগত সরকারের আমলে অনিয়মের দায়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত হন। এরপর বাড়ি ফিরে তিনি জমি দখলে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সে সময় তিনি দেদারসে সরকারি জমি দখল করে বাসা-বাড়ী ও দোকানপাট নির্মাণ করেন। এছাড়াও নিরীহ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি ও জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এমনকি এলাকার " লায়ন্স ক্লাব' ভেঙে জায়গা দখল করে তিনি নিজের স্থাপনা গড়ে তোলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে। শাকির হোসেন সুমন এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের সন্ত্রাসী গ্রুপ প্রেসক্লাবের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে চেয়ার, টেবিল,ঘড়ি সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুরসহ জায়গা দখলের চেষ্টা করে ।

অভিযোগ আছে সরকারি অনুদানে প্রেসক্লাবের বাথরুম করতে গেলে তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে বাঁধা প্রদান করে এবং ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করেন। এবিষয়ে দৌলতপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ ও রয়েছে। বিগত সরকারের আমলে তার আত্মীয়-স্বজন ক্ষমতাশীল হওয়ায় নিজের প্রভাব ধরে রাখতে তিনি একটি অফিস বানিয়ে দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বক্স বাজিয়ে প্রচার করে বেড়াতেন। পরবর্তীতে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপে সুমনের সেই অবৈধ স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সরকারি জমি উদ্ধার করে প্রশাসন। মতার পটপরিবর্তন হওয়া মাত্রই সুমন রাতারাতি তার রঙ বদলে ফেলেন। বর্তমানে বিএনপি সরকারের আমল শুরু হতেই তিনি প্রশাসনসহ বিভিন্ন জনকে মামলার ভয় দেখিয়ে দাপটের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং আবারও সেই উদ্ধার হওয়া সরকারি জমি দখলে মেতে উঠেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে -বিগত সরকারের আমলে চকহরিচরন গ্রামের দেলোয়ার হোসেন দেলুর দোকান ঘড় রাতের আঁধারে ভেঙে দিয়ে দোকানের মালামাল সব লুট করে নিয়ে যায় এবং সেখানে সে দোকান ঘড় উঠিয়ে দখলে করে। সে সময় ভয়ে তার নামে অভিযোগ দিতে সাহস পায়নি। সরেজমিনে তদন্ত করে জানা গেছে মনসুর আলী ও সেকান্দার আলী,আরশেদ আলীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের হয়রানি করে এই সুমন। আরোও জানাগেছে এই সুমন আব্দুল আলীর ২২ শতাংশ জমি ৩০ বছর যাবত জোর করে দখল করে আছে। সে জমিতে গেলে সে আব্দুল আলীর ছেলে হারুন সহ তার বোন এবং ভাবীকে আসামী করে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।

অভিযোগ রয়েছে চকহরিচরন গ্রামের মেনাজ উদ্দিনের ছেলে শাহ আলম এর জমি দখল করে রেখেছে। এছাড়া মামলাবাজ হিসাবে বহু অভিযোগ রয়েছে তার নামে।

অভিযোগ রয়েছে সুমনের বাবা বোনের জমি অন্যকে বোন বানিয়ে জমি সব লিখে নেয়। পরবর্তীতে রহম আলীর ভাগ্নে ইউসুফ তার মায়ের সম্পত্তি বুঝিয়ে চাইলে বলে তোর মার কোন জমি নাই সব লিখে দিয়েছে আমাকে এসব বলে ভাগ্নের জমি আত্মসাৎ করে। অভিযোগ রয়েছে সুমনের বাবার সব সম্পত্তি বোনদের না দিয়ে তার পিতাকে কব্যায়ে এনে শুকৌশলে সকল সম্পত্তি লিখে নেয়। বাবার সম্পত্তি না পেয়ে বস্তির মত মানবেতর জীবন
থাকছেন শিরীন,হেনা এবং রানা।

এরকম আরো বহু অভিযোগ রয়েছে সুমনের নামে। এছাড়া তিনি একাধিক ফেসবুক আইডি খুলে মানুষ কে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসকলের অবসান কবে হবে জানতে চায় মানুষ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লায়ন্স ক্লাবের এক সদস্য বলেন শাকিল হোসেন সুমন আমাদের ক্লাব মেরামতের কথা বলে ভেঙে নিয়ে গিয়ে নিজে জমি দখল করে। আমরা তদন্ত সাপেক্ষে এর উপযুক্ত বিচার ও গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে চকহরিচরণ লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি
আব্দুল মতিন মাস্টার বলেন:১৯৯১ সালে চকহরিচরণ লায়ন্স ক্লাব গঠিত হয়। ওই সময়ের জেলা বিএনপির সভাপতি ও তৎকালীন এমপি হারুন অর রশিদ ক্লাবটি উদ্বোধন করেন এবং আর্থিক অনুদান দেন। পরবর্তীতে ঘরটি ঝড়ে ভেঙে গেলে ওভাবেই পড়ে ছিল। কয়েক বছর পর বিগত সরকারের আমলে সুমন সেই জায়গা দখল করে নিজের বিল্ডিং বানিয়ে ফেলে। অথচ তার পিতা আব্দুর রহমান রহম এই জায়গাটি ক্লাবের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। এই জায়গাটি পুনরুদ্ধার করে আবার নতুন করে যাতে ক্লাবটি গড়ে তুলতে পারি, সে বিষয়ে মানিকগঞ্জ-১ আসনের এমপি এস এ জিন্নাহ কবির ভাই ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।"

আরেক ভুক্তভোগী সিকান্দার আলী তার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন: "শাকির হোসেন সুমন একজন ভূমিখেকো। সে আওয়ামী সরকারের আমলে ছাত্রলীগের আতোয়ারের ছত্রছায়ায় সরকারি জমি দখলের মহাউৎসব করে। পরে প্রশাসন তার স্থাপনা ভেঙে জমি উদ্ধার করে। কিন্তু আওয়ামী সরকারের পতনের পর সে আবার রঙ বদলে ক্ষমতাশালী এক যুবদল ও বিএনপি নেতার ইন্ধনেই আবার জমি দখলের চেষ্টা করছে। এই সুমন আমার নামে ৪/৫টি মিথ্যা মামলা দিয়ে অনেক হয়রানি করেছে। আমি সরকারের কাছে সুমনের সব অপকর্মের সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে কঠিন বিচার দাবি করছি।"

এলাকাবাসী ও স্থানীয় সচেতন মহল প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এই মামলাবাজ ,ভূমিদস্যু সুমনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার নেপথ্যে থাকা গডফাদারদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

পিরোজপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন ফল চাষ সম্প্রসারণ ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নানা উদ্যোগ

মোঃ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, পিরোজপুর: "কৃষিই সমৃদ্ধি, করবো মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করবো বারো মাস" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিরোজপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা-২০২৬ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পিরোজপুরের যৌথ আয়োজনে খামারবাড়িস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মাহামুদুর রহমান মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাসরিন জাহান, পিরোজপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হক এবং জেলা কৃষক দলের সভাপতি নাছির উদ্দীন বাচ্চু।কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পিরোজপুরের উপ-পরিচালক সৌমিত্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।উদ্বোধনের পর অতিথিরা মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। স্টলগুলোতে দেশীয় ও বিদেশি বিভিন্ন জাতের ফল, ফলজাত পণ্য এবং আধুনিক ফল চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়। দর্শনার্থীরা ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন।স্টল পরিদর্শন শেষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, ফল মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রধান উৎস। ফল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।বক্তারা নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফল উৎপাদন, আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি কৃষকদের আধুনিক ও লাভজনক ফল চাষে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।আয়োজকরা জানান, তিন দিনব্যাপী এ ফল মেলায় বিভিন্ন জাতের ফলের প্রদর্শনী, কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শ এবং কৃষকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মেলার মাধ্যমে ফল চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি, পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করাই মূল লক্ষ্য।